ইসলামি সভ্যতায়
নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

ড. রাগিব সারজানি

ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

অনুবাদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদনা
সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

মূল গ্রন্থ : (الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية)

প্রথম প্রকাশ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই-২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

মাকতাবাতুল হাসান

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com

প্রচ্ছদ : গ্রাফিক্স টিম, মাকতাবাতুল হাসান

ISBN : 978-984-8012-58-1

মূল্য : ২০০/- টাকা

Manobiyo Durbolotay Nobijir Mohanuvobota

by Dr. Ragheb Sergani

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

কাজী সিদ্দিকুর রহমান এর করকমলে

পৃথিবীর ভাষায় তিনি আমার জন্মদাতা পিতা। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষায় তিনি আমার জান্নাতের দরজা। বাবার সন্তুষ্টির ছায়াতলে আমার সুখ-সাফল্যের পথচলা। তার চির কল্যাণকর সুস্থ-সুন্দর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছি।

©
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

বি ষ য় সূ চি

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুবাদকের কথা ১১

ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব-১৭

প্রাচীন সভ্যতা ও নৈতিকতা ১৭

ইসলামি সভ্যতায় মানবাধিকার-১৯

মানুষের মধ্যে সমতা ২২

ইসলামে ন্যায়বিচার ২৩

ইসলামে পর্যাপ্ত জীবিকার অধিকার ২৪

বেসামরিক নাগরিক ও বন্দিদের অধিকার ২৫

ইসলামি সভ্যতায় নারীর অধিকার-২৬

ইসলামে নারীর অবস্থান ২৭

জাহেলি যুগে নারীর অবস্থান ২৭

ইসলামে নারীর অধিকার ২৯

ইসলামি সভ্যতায় সেবক-কর্মচারীর অধিকার-৩৩

অধিকারের প্রকৃতি ৩৩

রোগী ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার-৩৯

অসুস্থ ব্যক্তিদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আচরণ ৩৯

পরিশিষ্ট ৪৪

ইসলামে সংখ্যালঘুর অধিকার-৪৯

সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ৫০
সংখ্যালঘু নিপীড়নে হুঁশিয়ারি ৫২
অমুসলিমদের ধনসম্পদের নিরাপত্তা ৫৩

ইসলামি সভ্যতায় পশুপাখির অধিকার-৫৫

ইসলামে পশুপাখির অধিকার সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ ৫৬

ইসলামি সভ্যতায় পরিবেশের অধিকার-৬০

মানুষ ও পরিবেশ ৬০
পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলামি আইনের ভূমিকা ৬১

ইসলামি সভ্যতায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা-৬৬

মতপ্রকাশ একজন মুসলিমের মৌলিক অধিকার ৬৬
কল্যাণকামিতা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ৬৭
মতপ্রকাশে সততা অবলম্বন ৭০

ইসলামে মানবস্বাধীনতা ও দাসমুক্তি-৭১

ইসলামে দাসমুক্তি ৭১
দাসত্ব অবসানে ইসলামের নির্দেশনা ৭২

ইসলামে মালিকানার স্বাধীনতা-৭৭

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদে মালিকানা ৭৭
ইসলাম ও মালিকানার স্বাধীনতা ৭৭
ইসলামে ব্যক্তিমালিকানা ৭৮
ইসলামে রাষ্ট্রমালিকানা ৭৯
ব্যক্তিমালিকানার স্বরূপ ৭৯
রাষ্ট্রমালিকানার স্বরূপ ৮০
অবৈধ মালিকানা ৮০
অমুসলিম মালিকানা ৮২

দম্পতি : ইসলামে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব-৮৩

ইসলামি সমাজে পরিবারের ভিত্তি.....৮৩
আধুনিক যুগে সন্ন্যাসবাদ.....৮৬
বিয়ের অন্যতম লক্ষ্য.....৮৬
ইসলামে সঙ্গী বাছাইয়ের মানদণ্ড.....৮৭
ইসলামি আইনে বিয়ের আক্দ.....৮৮

ইসলামে সন্তান : অধিকার ও দায়িত্ব-৯১

শিশুর বেড়ে ওঠায় পরিবেশের প্রভাব.....৯১
জন্মের আগে সন্তানের অধিকার.....৯২
ক. সন্তানকে শয়তান থেকে রক্ষা করা.....৯২
খ. ভ্রূণ অবস্থায় তার বেঁচে থাকার অধিকার.....৯২
জন্মের পর সন্তানের অধিকার.....৯৩
ক. সন্তানের জন্মকে শুভ সংবাদ মনে করা.....৯৩
খ. নবজাতকের কানে আজান ও ইকামত দেওয়া.....৯৪
গ. খেজুর দ্বারা তাহনিক করা.....৯৪
ঘ. নবজাতকের মাথার চুল মুণ্ডন করে সমওজনের রুপা সদকা করা.৯৫
ঙ. সুন্দর নাম রাখা.....৯৫
চ. নবজাতকের জন্য আকিকা.....৯৬
ছ. স্তন্যপান.....৯৭
জ. প্রতিপালন ও জীবিকা পাওয়ার অধিকার.....৯৮
ঝ. সুশিক্ষা পাওয়ার অধিকার.....৯৯
ঞ. সন্তানকে মানসিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া.....১০০
মেয়েদের লালনপালন.....১০১

ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার-১০৩

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার অধিকার ১০৩

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক : গুরুত্ব ও অধিকার-১০৭

আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম..... ১০৭

মুসলিম সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য-১১১

ইসলামি সমাজে ভ্রাতৃত্বের অবস্থান..... ১১১

ভ্রাতৃত্বের অধিকার ও দায়িত্ব ১১৬

মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সংহতি-১১৯

ইসলামে পারস্পরিক সংহতির ব্যাপকতা..... ১১৯

ইসলামের সর্বজনীন সংহতি..... ১২০

ইসলামে জাকাতের গুরুত্ব..... ১২১

সামাজিক সংহতির ফজিলাতে হাদিসের ভাষ্য..... ১২৩

অনুবাদকের কথা

ইসলাম মানবতার ধর্ম। সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সাম্যের সেতুবন্ধন এবং মাইলফলক হলো ইসলাম। ন্যায়, সত্য ও ত্যাগের স্মরণিকা ইসলাম। ইসলাম শুধু কতিপয় গোষ্ঠী, বর্ণ বা নির্দিষ্ট কোনো জাতির ধর্ম নয়। এটা সাদা, কালো, হলুদ, লাল সব মানুষেরই ধর্ম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল প্রজন্মেরই ধর্ম। কোনো গবেষকই ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত এ ধর্মে আঞ্চলিকতা, গোত্রীয়তা ও বর্ণবাদ কখনো পাবে না, সে যতই গবেষণা করুক, আর তাকে যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি দান করা হোক। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে ইসলাম হলো বিশ্বজনীন দাওয়াত, এটা কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু ইসলামের নীতিমালা, শরিয়ত, আহকাম ও আখলাক সবকিছুই সকল মানুষের জন্য, সর্বযুগে ও স্থানে উপযোগী।

ইসলামে শিষ্টাচার হলো ইবাদত। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই হলো মহান চরিত্রকে পরিপূর্ণ করা। অতএব, সভ্যতা ও সুখশান্তির পথ হলো শিষ্টাচার ও নৈতিকতার পথ, যেখানে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়।

মানুষের সহজাত ও মৌলিক প্রবৃত্তি ও মনোবলই হলো নিয়ম। নিয়ম মেনে চলা বা রক্ষা করা থেকেই নীতি, মূলনীতি বা প্রণালি। অর্থাৎ নিয়মের মূলতত্ত্ব ও উপাদানই হলো নীতি। নীতির প্রতি মূল্যায়ন, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকেই আসে নীতিবোধ ও আদর্শিক গুণাবলি। আর এই নীতিবোধ থেকেই নৈতিকতা। অর্থাৎ নিয়ম থেকে নীতি, আর নীতি থেকে নৈতিকতা।

নীতি-নৈতিকতা মূলত একটি প্রশিক্ষণ। এটা শেখার জন্য ব্যবস্থা, অনুশীলন ও চর্চার প্রয়োজন জরুরি। মানুষের জীবনের সততা, মহানুভবতা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সভ্যতা, সাধুতা, অখণ্ডতা, একতা, পূর্ণতা সর্বোপরি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, চরিত্র, মহত্ত্ব ও আদর্শিক গুণাবলির সংমিশ্রিত আত্মশুদ্ধির স্বর্ণফসল হলো নৈতিকতা। জীবনচেতনার প্রথম সূর্যসিঁড়ি হলো নৈতিকতা। নৈতিকতা মানুষের জীবনের স্বচ্ছতার দিগন্তবিস্তারী প্লাবন ডেকে এনে দেয়। তাই মানুষের বিবেক ও মূল্যবোধের জাগরণকেই নৈতিকতা বলা হয়।

নৈতিকতা আত্মার অস্তিত্বের ও আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত। দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও প্রধান অবলম্বন হলো নৈতিকতা অর্জন। নৈতিকতা অর্জন ব্যতিরেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নির্মূল করা কখনো সম্ভব নয়। নৈতিকতা সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্মমতার আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এক সাহসী প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নৈতিকতা হলো আত্মশুদ্ধি, আত্মার মুক্তি ও শান্তির বাতিঘর। মানবিক গুণাবলি বিকশিত হওয়ার একমাত্র পথ নৈতিকতা। মানুষের ক্যারিয়ার গড়ার মাধ্যম হলো নৈতিকতা। জাতির সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই নৈতিকতা।

ইসলামে নৈতিকতা ও আখলাক জীবনের সব ক্ষেত্রকেই শামিল করে। যেমন: মানুষ নিজের সাথে ব্যবহার, আল্লাহর সাথে ও অন্যান্যদের সাথে তার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুই শামিল করে। এমনইভাবে মুসলিম-কাফের, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা ও স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের সাথে আচার-ব্যবহার আখলাকের মধ্যে শামিল। ইসলাম অন্যের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বদান্যতা, বীরত্ব, ন্যায়নীতি, দয়ার্দ্রতা, নম্রতা, উত্তম শিষ্টাচার, সততা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, বিশুদ্ধ অন্তর ও ভালো কাজের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছে।

একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, পশ্চিমা সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বীন থেকে জীবনের পৃথকীকরণের ওপর ভিত্তি করে এবং এটি জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই দ্বীনের ভূমিকাকে অস্বীকার করে। ফলত, এটি

দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। যারা জীবনে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, তাদের জন্য এরূপ পৃথকীকরণই স্বাভাবিক। এই ভিত্তির ওপরই তাদের জীবন ও জীবনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই সভ্যতার দৃষ্টিতে মুনাফার অন্বেষণ করাই হচ্ছে সমগ্র জীবনের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে শুধু গির্জা ও পুরোহিতদের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, পশ্চিমা সভ্যতায় বস্তুগত মূল্যবোধ ছাড়া কোনোরূপ নৈতিক, আধ্যাত্মিক কিংবা মানবতাবাদী মূল্যবোধের স্থান নেই। এর ফলে, মানবতাবাদী কাজগুলো রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন রেডক্রস ও মিশনারিগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। বস্তুগত মূল্যের বাইরে অন্য যেকোনো মূল্যবোধই জীবন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতা গঠিত হয়েছে জীবন সম্পর্কিত এরূপ ধারণাসমূহের ওপর ভিত্তি করে।

ইসলামি সভ্যতা মৌলিক দিক থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামি সভ্যতা গড়ে উঠেছে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে আল্লাহ সকলকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি মানুষ, জীবন এবং মহাবিশ্বের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন মুসলিমসহ সমগ্র মানবজাতির জন্য। এর অর্থ হচ্ছে, ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি আকিদার ওপর ভিত্তি করে, যা গঠিত হয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুলগণ, আখেরাত, তকদির ইত্যাদির ওপর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে। অতএব, আকিদাই হচ্ছে এ সভ্যতার মূল ভিত্তি এবং ফলত এ সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

একজন মুসলিমের কাজের পেছনে চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, অন্য কোনো ধরনের লাভ বা মুনাফা নয়। অবশ্য গৃহীত কাজের একটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য থাকে এবং কাজ ভেদে এর মূল্যবোধও বিভিন্ন হয়। ব্যাবসাবাণিজ্যে নিয়োজিত এক ব্যক্তির ব্যাবসায়িক লাভের মাধ্যমে তার বস্তুগত মুনাফা অর্জন হতে পারে। ব্যাবসাবাণিজ্য একটি বস্তুগত কাজ, কিন্তু তা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তার সাথে

আল্লাহর সম্পর্ককে অনুধাবন করে এবং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে। এ কাজটি করতে গিয়ে তার যে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য থাকে, তা হচ্ছে ব্যাবসায়িক লাভ, এটি কাজটির একধরনের বস্তুগত মূল্যবোধ।

এ ছাড়া মূল্যবোধ হতে পারে আধ্যাত্মিক, যেমন নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ। কিংবা এ মূল্যবোধ হতে পারে নৈতিক, যেমন সত্য বলা, সততা কিংবা আনুগত্য প্রদর্শন ইত্যাদি। অথবা এ মূল্যবোধ হতে পারে মানবিক, যেমন ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার কিংবা দরিদ্রদের সাহায্য করা। আলোচ্য বইটিতে এমনই কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন বর্তমান বিশ্বের সাড়া জাগানো গবেষক, দ্বীনের একনিষ্ঠ দাঈ ও লেখক ড. রাগিব সারজানি। তিনি ইসলামি সভ্যতায় মানবিক মূল্যবোধের নানা বিষয় নিয়ে https://islamstory.com/ সাইটে প্রচুর নিবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তারপর সেগুলোর কিছু অংশ সংকলন আকারে একত্র করা হয় الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية নামে। আমরা তার অংশবিশেষ অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি।

কুরআন-হাদিসের ভাষ্যের পাশাপাশি দরদ মেশানো ধাঁচে সংকলিত হয়েছে সংকলনটি। এমতাবস্থায় বাংলাভাষী পাঠকদের মন-মনন, পাঠাভ্যাস ও পরিভাষাধারণাকে সামনে রেখে এর অনুবাদ সম্পন্ন করার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় অংশে সংযোজন, বিয়োজন ও টীকা যোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি, অনুবাদটি যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার চেষ্টা করেছি। তবে বইটি সুখপাঠ্য ও মূলানুগ রাখতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন মাকতাবাতুল হাসান-এর সম্পাদক। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে।

এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল হাসান কর্তৃপক্ষকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করে জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আমিন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
২৮ জুন ২০২০ খ্রি.